গীতিআলেখ্য
শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ

রচনা ঃ সুশান্ত সরকার
সুর ও স্বরলিপি ঃ সাধন সরকার
প্রচারকাল ঃ মার্চ, ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ
রামকৃষ্ণ মিশন, বাগেরহাট
[রামকৃষ্ণ মিশন, বাগেরহাট-এর ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে রচিত]

মুখবন্ধ

জয় জয় রামকৃষ্ণ বাঞ্ছাকল্পতরু।
জয় জয় ভগবান জগতের গুরু।।
জয় জয় গুরুমাতা, জগৎজননী।
রামকৃষ্ণ ভক্তিদাত্রী চৈতন্যদায়িনী।।
জয় জয় বিবেকানন্দ অধমতারণ।
জয় জয় রামকৃষ্ণ ইস্টগোষ্ঠিগণ।।

সূত্রধর (পাঁচালির সুরে)

পরমপুরুষ হরি এল অবতারে।
নরভাবে তনু ধরি কামার পুকুরে।।
পিতৃত্বে বরিয়া নিল দ্বিজ ক্ষুধিরামে।
চন্দ্রমণি গর্ভে আহা গদাধর নামে।।
শুক্লা দ্বিতীয়া তিথি ফাল্গুন উষায়।
ধরা মধুভরা করি আইল শ্যামরায়।।
ধর্মতরী সঙ্গে লয়ে হয়ে কর্ণধার।
ভবসিন্ধুতটে এলো ঘুচাতে আঁধার।।
প্রাণের ঠাকুর প্রভু হইল কাণ্ডারী।
দেখিতে আইল সবে যত নরনারী।।

সমবেত কণ্ঠে গান

তাল ঃ দাদরা

এসেছে প্রাণের ঠাকুর দেখবি যদি চলে আয়।
পাষাণ গলে তার নামেতে, প্রেমে ভুবন ভেসে যায়।।

মরি কি রূপমাধুরী মেটে না সাধ যতই হেরি।
মনে লয় তায় হৃদে ধরি, পরান সঁপি ও রাঙা পায়।।

গদাধর রামকৃষ্ণ নামে কামার পুকুর পূণ্যধামে।
ফাল্গুনে এ ধরায় নেমে এলেন শুক্লা দ্বিতীয়ায়।।

।	।	সা	রা	গা	পা	ধা	র্সা	না	[ধ]পা	না	।
০	০	এ	সে	ছে	০	প্রা	নে	র্	ঠা	কু	র্
পা	ধা	পা	মা	গা	রা	সা	।	গা	রা	রা	গা
দে	খ্	বি	০	য	দি	চ	০	০	লে	আ	০
গরা	সা	।	।	।	।	।	।	সা	ধ্া	সা	রা
০	০	০	০	০	য়	০	০	পা	ষা	ণ	গলে
গা	।	গা	গা	মা	পা	রা	।	গা	পা	র্সা	না
তা	র্	না	মে	তে	০	০	০	প্রে	মে	ভু	০
ধা	পা	মা	গা	মগা	রসা						
ব	ন	ভে	সে	যা০	০য়্						

১ম অন্তরা

			[পা	গা	পা	ধা]							
	।	।	গা	পা	ধা	র্সা	র্সা	।	র্রা	র্সা	র্সা	।	
	০	০	ম	রি	কি	০	রূ	প্	মা	ধু	রী	০	
	।	।	র্সা	র্সা	র্রা	র্গা	র্সা	র্সা	র্গা	র্রা	র্সা	না	
	০	০	মে	টে	না	সাধ্	য	ত	ই	হে	রি	০	
	ধপা	।	।	।	।	।							
	০০	০	০	০	০	০							
{	।	।	পা	পা	ধা	না	পা	পা	না	ধা	পা	।	}
{	০	০	ম	নে	লয়	তায়	হৃ	দে	০	ধ	রি	০	}
	পা	র্সা	না	ধা	পা	গা	গমা	গরা	সা	রা	গা	।	
	প	০	রা	ন্	সঁ	পি	ও০	০০	রা	ঙা	পা	য়্	

২য় অন্তরা, ১ম অন্তরার সুরের অনুরূপ

সূত্রধর (পাঁচালির সুরে)

অপরূপ কান্তিময় শ্রীমুখ মন্ডল।
উজ্বল দীপ্তিভরা নয়নযুগল।।
শতরূপে বিনিন্দিত বেণুবীণা যিনি।
ক্রমে ক্রমে মুখে ফোটে আধ আধ বাণী।।
শুনিতে হয় যে হিয়া উথাল পাথাল।
শ্রীভুজযুগল যেন নিন্দিয়া মৃণাল।।
চরণে ঘিরিল আসি শত শত চাঁদ।
যতদেখি তত বাড়ে দেখিবার সাধ।।
পরব্রক্ষ অপরূপ সাধনার ধন।
নরদেহে অবতীর্ণ দেবনারায়ন।।

সমবেত কন্ঠে গান

তাল ঃ কাহারবা

জয় জয় পরব্রহ্ম জয় সনাতন
চিন্ময় আনন্দরূপ জয় নিরঞ্জন।।

বিচিত্র লীলাবিলাস সৃজনপালন নাশ
বিশ্ববিজ বিশ্বেশ্বর জয় নারায়ন।।

আনন্দ লহরী ছুটে দেবদেবীরূপ ফুটে
সর্ব দেবদেবীরূপে সাধনার ধন।।

ত্বং হি শিব বিশ্বগুরু ত্বং হি কালী কল্পতরু
ত্বং হি বিষ্ণু ভক্তাধীন নরদেহধারণ।।

সা	ন্া	সা	মা	মা	মা	মা	মা	মা	মা	মা	গা	পা	ক্ষা	ধপা	া
জ	য়	জ	য়	প	র	ব্র	হ্ম	জ	য	স	না	ত	০	ন০	০
ক্ষা	পা	ধা	র্সা	ধা	ধা	পা	পা	ক্ষা	পা	ধা	পধা	ধপা	া	মা	া
চি	ন্	ময়	আ	ন	ন্দ	রূ	প	জ	য়	নির	ন্	জ	০	ন	০

১ম অন্তরা

পা	ধা	পা	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	না	না	না	র্সা	ধা	ণা	ধা	পা
বি	চি	ত্র	লী	লা	বি	লা	স	সৃ	জ	ন	পা	ল	ন	না	শ
পর্গা	র্গা	র্গা	র্মা	র্রা	র্রা	র্সা	র্সা	ধা	ণধা	পা	ক্ষা	ধপা	মা	া	া
বি	শ্ব	বি	জ	বি	শ্বে	শ্ব	র	জ	য়০	না	রা	য়০	০	০	ন

২য় ও ৩য় অন্তরা, ১ম অন্তরার সুরের অনুরূপ

সূত্রধর (পাঁচালির সুরে)

চন্দ্রকলাসম বাড়ে পুত্র গদাধর।
কামার পুকুরধামে ধরণী উপর।।
শৈশবের কালশেষে বালক বয়সে।
ভাবেতে বিভোর হয় কোন মোহাবেশে।।
একদা আষাঢ় মাসে মাঠ পথে যায়।
অপলক নয়নে সে শূন্য পানে চায়।।
নিরদ বরণে হেরি উঠিল শিহরি।
পুলকে বিবশ তনু কাঁপে থরথরি।।
হেরিয়া অপূর্ব জ্যোতি ভূয়ে পড়ে ঢলে।
ভাবাবেশে অচৈতন্য কোন মায়া বলে।।
দেবীনাম গান ধরে অন্য একদিন।
ঋাবাবেশে পড়ে গেল হয়ে সংজ্ঞাহীন।।
কর্ণপুটে দেবীনাম শুনায়ে প্রভুরে।
সবে মিলে গদাই -এর ভাব ভঙ্গ করে।।
নাম শুনে বালকের চেতনা ফিরিল।
সবে মিলি তারে লয়ে ঘরে ফিরি গেল।।

একক কণ্ঠে গান

তাল ঃ তেওড়া

যুগে যুগে হরি নরদেহ ধরি
করিলে প্রেমের লীলা।
জীব মঙ্গলে আসিয়া ভূতলে
সহিলে দুঃখ জ্বালা।।

স্বরূপ লুকায়ে কাঙালের বেশে
ছলিতে মানবে দাঁড়ালে গো এসে
শিশু ভোলানাথ মুখেতে মা বুলি
খেলিলে নুতন খেলা।।

দূর কর প্রভু মায়া আবরণ
নিজ রূপে তুমি হও প্রকাশন
ত্রেতাতে যে রাম দ্বাপরে কৃষ্ণ
সেই জানি ওগো রামকৃষ্ণ
এযে তব নব লীলা।।

পা ণা ণা	পণা র্সর্রা	র্রা র্রা	র্সা র্রা র্সা	ণধা র্সণা	ধা পা
যু গে যু	গে০ ০০	হ রি	ন র দে	হ০ ০০	ধ রি
ণা ধা পা	মা পা	জ্ঞা মা	মা পা া	া া	া া
ক রি লে	প্রে ০	মে র	লী লা ০	০ ০	০ ০
সা জ্ঞা জ্ঞা	জ্ঞা া	জ্ঞা জ্ঞা	রা মা জ্ঞা	রা জ্ঞা	রা সা
জী ০ ব	ম ং	গ লে	আ সি য়া	ভূ ০	ত লে
ণ্া সা সা	মা জ্ঞা	জ্ঞা মা	মা পা া	া া	া া
স হি লে	দু ০	খ ০	জ্বা লা ০	০ ০	০ ০

১ম অন্তরা

পা পা পা	মা ধপা	মজ্ঞা মা	পা ণা পা	র্সণা র্সা	র্সা র্সা
স্ব রূ প	লু ০০	কা০ য়ে	কা ঙা লে	র ০	বে শে
ণা র্সা র্জ্ঞা	র্সর্রা া	র্সা র্সা	ণা র্সা র্রা	ণর্সাঃ ণাঃ	ধা পা
ছ লি তে	মা ০	ন বে	দাঁ ড়া লে	গো ০	এ সে
পা ণা ণা	ণা ধা	ণা ণা	ণা র্সা র্রা	ণা র্সণা	ধা পা
শি শু ভো	লা ০	না থ্	মু খে তে	মা ০০	বু লি
পা ণা ণা	ণা া	[ণ]র্রা র্সর্রা	র্সা ণা ধা	[স]ণা া	ধা পা
০ ও ভো	লা ০	না০ ০থ্	মু খে তে	মা ০	বু লি
ণা ধা পা	মা পা	জ্ঞা মা	মা পা া	া া	া া
খে লি লে	নু ০	ত ন	খে লা ০	০ ০	০ ০

২য় অন্তরা, ১ম অন্তরার সুরের অনুরূপ

সূত্রধর (পাঁচালির সুরে)

পাঠশালায় যায় গদাই পাঠে নাহি মন।
কি যেন কি খোঁজে সদাই মন উচাটন।।
ভ্রাতা তারে অনুনয়ে বিদ্যাশেখায় সাধে।
জগৎ গুরুর ছাত্র সে যে কেবা তারে বাঁধে।।
প্রকৃতির দিব্য লীলা অলক্ষ্যে সে দেখে।
আপনার শিক্ষা যাহা আপনি সে শেখে।।

সংলাপ

দাদা ঃ সবইত কর, কিন্তু পড়াশুনায় তেমন মনোয়োগ দেখতে পাই না।

গদাধর ঃ কি হবে লেখা পড়া শিখে, এ বিদ্যেতে কি হয় বলতে পারেন ?

দাদা ঃ কেন, পন্ডিত হবে, রোজগার করবে, বিদ্বান না হলে টাকা রোজগার করবে কি করে ?

গদাধর ঃ আচ্ছা, দাদা, এ বিদ্যে শিখলে কি ঈশ্বরকে পাওয়া যাবে ?

দাদা ঃ সে কিরে ! ঈশ্বরকে পাওয়া কি এতই সোজা ?

গদাধর ঃ তা হলে, দাদা, এ চাল-কলা বাঁধা বিদ্যায় আমার কোন প্রয়োজন নেই। আমি সেই বিদ্যা চাই, যাতে ঈশ্বরকে লাভ হয়, ভগবানকে পাওয়া যায়।

একক কণ্ঠে গান

তাল ঃ কাহারবা

দূর থেকে গড় করি ওগো দুষ্টু সরস্বতী।
স্বার্থ তরে পূজবো তোরে হয় না যেন এমন মতি।।

লুটতে ভবে টাকাকড়ি শিখতে হবে শুভঙ্করী।
ছাই হবে সে বিদ্যে শিখে চাইনা আমার ঘোড়া-হাতি।।

যে বিদ্যেতে মানুষ হবো, মানে হুঁসে জেগে রবো।
ঘুচবে কষ্ট মিলবে ইষ্ট চাই সে বিদ্যা দিবারাতি।।

র্সা	।	।	ণা	ধা	।	পা	ধপা	ক্ষা	।	পা	।	।	।	মা	গা
দূ	০	র্	থে	কে	০	গ	০ড়ু	ক	০	রি	০	০	০	ও	গো
রা	।	।	গা	মা	।	পা	ধপা	ক্ষা	।	পা	।	।	।	।	।
দু	০	ষ্	টু	স	০	র	স্	স্ব	০	তী	০	০	০	০	০
পা	।	।	ধা	পা	।	ধা	।	ক্ষা	।	।	পা	ক্ষা	।	পা	।
স্বা	০	০	র্থ	ত	০	রে	০	পূ	০	জ্	বো	তো	০	রে	০
গা	।	।	মা	গা	।	মা	।	রা	।	গা	।	মা	।	পা	।
হ	০	য়্	না	যে	০	ন	০	এ	০	ম	ন্	ম	০	তি	০

১ম অন্তরা

পা	।	ধা	।	ণা	।	র্সা	।	র্রা	।	র্রা	।	র্রা	।	র্রা	।
লু	ট্	তে	০	ভ	০	বে	০	টা	০	কা	০	ক	০	ড়ি	০
র্রা	।	র্সা	।	ণা	।	ধা	।	র্সা	।	ণা	।	ধা	।	পা	।
রু	খ্	তে	০	হ	০	বে	০	শু	০	ভ	ং	ক	০	রি	০

পা	।	।	র্মা	র্গা	।	র্মা	।	র্রা	।	।	র্গা	র্সা	।	র্রা	।
ছা	ই	০	হ	বে	০	সে	০	বি	০	দ্	দ্যে	শি	০	খে	০
র্সা	।	।	র্সা	ণা	।	ধা	।	র্সা	।	ণা	।	ধা	।	পা	।
চা	০	ই	না	আ	০	মা	র্	ঘো	০	ড়া	০	হা	০	তি	০

২য় অন্তরা, ১ম অন্তরার সুরের অনুরূপ

সূত্রধর (পাঁচালির সুরে)

এ হেন কালে ভাগিরথি তীরে দক্ষিনেশ্বর জিনি।
স্থাপিয়া মন্দির প্রতিষ্ঠিলেন কালীদেবী রাণী রাসমণি।।
প্রতিষ্ঠিত সেই ভবতারিনীরে কেহ পূজিবে না বলে।
বিধি দিল যত ব্রাহ্মণ ছিল কলিকাতা সভাতলে।।
শুদ্রানী বলে ধিকৃল তারে হবে না অন্ন ভোগ।
আকুলিত রাণী দেবীরাসমণী কপালে কি দুর্ভোগ।।
অবশেষে রাণী তুষিলেন গিয়ে কামার পুকুর ধামে।
গরীব ব্রাহ্মণ আছিল তথায় শ্রীরামকুমার নামে।।
শাস্ত্র বিচারী রাম কুমার পূজারী হইল শেষে।
ভাই গদাধরে সঙ্গে লইয়া দক্ষিনেশ্বরে আসে।।
সরল বালক মুগ্ধ গদাই প্রকৃতির শিশুরূপে।
আনমনে বসে ভাগিরথী তীওে মূর্তি গড়িছে চুপে।।
নেহারি দৃশ্য রাণীর জামাতা পূজারীর পদে তারে।
সাধ্য সাধনা করিলেন বহু গদা ধরে আনিবারে।।
বেশকারী কাজে এলেন ঠাকুর মায়ের সন্নিধানে।
পঞ্চবটীর বিহগ কূজন কীসুর জাগালো প্রাণে।।
অবশেষে তিনি হলেন পূজারী মায়ের চরণতলে।
শাস্ত্র আচার ভেসে গেল সব ভক্তি নয়ন জলে।।
মৃন্ময়ী সেই জননীরে হেরি ভাবেন ঠাকুর চুপে।
জগত জননী এসেছে কি আজ পাষাণ মূরতি রূপে।।

একক কণ্ঠে গান

তাল ঃ দাদরা

ঠাকুরের কিভাব হইল হায়
শিশুর মতো মা মা বলে
কাঁদিয়ে ঘুরিয়ে বেড়ায়।।

উলঙ্গ পাগল পারা
দু'নয়নে বহে ধারা
দিবানিশি মা-নাম ছাড়া
অন্য নাহি রসনায়।।

মায়ের মন্দিরে গিয়ে
পড়ে থাকে হত্যা দিয়ে
বলে মাগো অনশনে
প্রাণ ত্যাজিব রাঙ্গা পায়।।

।	।	পা	ধা	পধা	র্ণর্সা	ণা	ধপা	ধা	মগা	রা	গা
০	০	ঠা	কু	রে০	০র্	কি	ভা০	ব্	হ০	ই	ল

মা	পা	।	।	।	।	।	।	পা	ধা	ধা	ধা
হা	০	০	০	০	য়	০	০	শি	শু	র	মত

ধা	পা	ধা	র্সর্ণা	ধা	।	ধা	র্সা	না	র্সা	।	র্রা
মা	০	মা	ব	লে	০	কাঁ	০	দি	য়ে	০	ঘু

না	র্সা	ণা	ধা	ণধা	পা
রি	য়ে	বে	ড়া	০০	য়্

অন্তরা

।	।	গা	মা	পা	ধা	না	র্সা	।	না	র্সা	।
০	০	উ	লং	গ	পা	গ	০	ল্	পা	রা	০
০	০	মা	য়ে	র	ম	ন্	দি	রে	গি	য়ে	০

।	।	না	র্সা	না	র্সা	র্রা	র্সা	।	ণা	ধা	।
০	০	দু	ন	য়	নে	ব	হে	০	ধা	রা	০
০	০	প	রে	থা	কে	হ	ত্যা	০	দি	য়ে	০

।	।	ণা	র্রা	র্রা	র্রা	র্জ্ঞা	র্রা	।	র্সনা	র্সা	।
০	০	দি	বা	নি	শি	মা	না	ম্	ছা	ড়া	০
০	০	ব	লে	মা	গো	অ	ন	০	শ	নে	০

র্সা	।	পা	।	ধা	ণা	পধা	র্ণর্সা	ণা	ধা	ণধা	পা
অ	ন্	ন	০	না	হি	র০	০০	স	না	০০	য়
প্রা	ণ্	ত্যা	জি	ব	০	রা০	০০	ঙা	পা	০০	য়

সূত্রধর (পাঁচালির সুরে)

আহার নিদ্রা গিয়ে ভুলে, মাতৃনাম নিয়ে তুলে
মাকে ডাকে আকুল পরাণে।
মালা গেঁথে অতি ভোরে পূজায় যেতেন যতন করে
থাকত পূজা মগ্ন হতেন ধ্যানে।।
স্পন্দনহীন স্থানুবৎ; একি পূজা কেমন মত;
হেলা ফেলা পূজার বিধান যত।।
রূষ্ট হলেন ভক্তগণে তবু ঠাকুর আপন মনে
মাকে ডাকেন আপন মনের মত।।

সংলাপ

ঠাকুর ঃ মাগো, তুই কোথায় ? আমায় দেখা দে মা। তুই রামপ্রসাদকে দেখা দিয়েছিস, আমায় তবে কেন দেখা দিবিনে ? আমি ধন, জন, ভোগ, সুখ, কিছুই চাই না। আমায় দেখা দে– দেখা দে’ মা।।

<u>একক কণ্ঠে গান</u>

<u>তাল ঃ দাদরা</u>

অন্তরেতে অন্তহীনা মা ত্বং হি তারা
শূণ্য রূপে সনাতনী আলোর উৎস ধারা ।।

জলে স্থলে চরাচরে সকল আঁধার ব্যাপ্ত করে
চিন্ময়ী মা চিত্ত মম আকুল আত্মহারা ।।

দয়াময়ী দুঃখহরা রামপ্রসাদে দিলি ধরা
কে বলে তুই মৃন্ময়ী মা হৃদয় পাগল পারা ।।

সা	রা	মা	পা	দা	মা	পা	র্সা	ণর্সা	দা	পা	পা
অ	ন্	ত	রে	তে	০	অ	ন	ত০	হী	না	০
জ্ঞরা	জ্ঞা	জ্ঞা	ঋা	।	সা	ন্	সা	সা	।	।	।
মা০	০	০	ত	ং	হি	তা	০	রা	০	০	০
সা	জ্ঞা	জ্ঞা	মা	পা	।	মা	জ্ঞপা	মজ্ঞা	ঋা	সা	।
শূ	ন্	ন	রূ	পে	০	স	না০	০০	ত	নী	০
সা	দা	।	দা	।	পা	হ্মা	পা	।	।	।	।
আ	লো	র্	উ	ৎ	স	ধা	রা	০	০	০	০

<u>১ম অন্তরা</u>

জ্ঞা	মা	।	ণা	দা	ণা	র্সা	র্সা	ণর্সা	ঋা	র্সা	।
জ	লে	০	স্থ	লে	০	চ	রা	০০	চ	রে	০
ণা	ণা	।	র্সা	র্সা	পা	পণা	র্সঋা	ণর্সা	দা	পা	।
স	ক	ল্	আঁ	ধা	র্	ব্যা০	০প	ত০	ক	রে	০
ণা	।	ণা	ণা	ণা	।	ধা	র্সা	ণা	দা	পা	।
চি	ন্	ম	য়ী	মা	০	চি	ত	ত	ম	ম	০
পা	ণা	।	দা	।	পা	হ্মা	পা	।	।	।	।
আ	কু	ল	আ	০	ত্ম	হা	রা	০	০	০	০

<u>২য় অন্তরা, ১ম অন্তরার সুরের অনুরূপ</u>

<u>সূত্রধর</u> (পাঁচালির সুরে)

লোক মুখে চলে কথা বাতাসের আগে।
চন্দ্রমনি পুত্রলাগি আহার নিদ্রা ত্যাগে।।
জোর করে ধরে এনে কামার পুকুর ধামে।
বিবাহ দিবেন বলে, সবে কাজে নামে।।
শত চেষ্টাতেও যখন, পাত্রী না মিলিল।
আপনার স্ত্রী-সন্ধান গদাধরই দিল।।

সংলাপ

ঠাকুর ঃ হেথায়, হোথায়, ঘুরে ঘুরে কি হবে ? জয়রাম বাটীর, রাম মুখুজ্জের বাড়ীতে খুঁজে দেখোগে বিয়ের ক'নে কুটো বাঁধা আছে।

সূত্রধর (পাঁচালির সুরে)

মহাদেবীর সন্ধান দিল, মহাদেব আপনি।
সারদারে আপনার সরস্বতী জানি।।
শক্তির স্বরুপ সে'যে শুভ্দ্রা জ্ঞানদা।
সার্থক জগন্মাতা শ্রীমতি সারদা।।

সমবেত কণ্ঠে গান

তাল ঃ ত্রিতাল

কে তুমি মা ষোড়শী বালা ভাবে বিভোলা
পদতলে পরমেশ সঁপিছেন জপমালা।।

অনুপম তনুখানি রূপে শশধর যিনি
বারেক হেরিলে যায় জীবনের যত জ্বালা।।

তুমি কি কৈলাস ছাড়ি এলে গো মা দেহ ধরি
পূজিল শ্রীপদ তব, রামকৃষ্ণ রূপে ভোলা।।

	০					৩					+					২			
‖	র্সা	না	ধা	পা	|	ক্ষা	পা	গা	মা	|	র্সধা	।	।	।	|	।	।	।	।
	কে	০	০	০	|	০	০	তু	মি	|	মা	০	০	০	|	০	০	০	০
I	ধা	র্সা	।	না	|	র্সা	।	র্সা	।	|	ধা	ধা	।	ণধা	|	পা	ক্ষা	পা	।
	ষো	ড়	০	শী	|	বা	০	লা	০	|	ভা	বে	০	বি০	|	ভো	০	লা	০
I	পা	পা	রা	রা	|	গা	মা	ধা	পা	|	মা	মা	গা	মা	|	রা	রা	সা	সা
	প	দ	ত	লে	|	প	র	মে	শ	|	সঁ	পি	ছে	ন্	|	জ	প	মা	লা

অন্তরা

	পা	ধা	পা	র্সা		র্সা	র্সা	র্সা	র্সা		র্গা	র্গা	র্গা	র্গা		র্রা	র্রা	র্সা	র্সা
‖	অ	নু	প	ম	|	ত	নু	খা	নি	|	রূ	পে	শ	শ	|	ধ	র	যি	নি
	তু	মি	কি	কৈ		লা	স	ছা	ড়ি		এ	লে	গো	মা		দে	হ	ধ	রি
	না	না	।	র্সা		ধা	ধা	পা	।		র	গা	মা	পা		রা	রা	সা	সা
I	বা	রে	ক	হে	|	রি	লে	যা	য়	|	জী	ব	নে	র্	|	য	ত	জ্বা	লা
	পূ	জি	ল	শ্রী		প	দ	ত	ব		রা	ম	কৃ	ষ্ণ		রূ	পে	ভো	লা

সূত্রধর (পাঁচালির সুরে)

কিছুদিন পরে দক্ষিনেশ্বরে ঠাকুর আইল ফিরে।
পঞ্চবটী বনে নিমগ্ন ধেয়ানে কভু ভাগিরথী তীরে।।
এমনই সময়ে দক্ষিনেশ্বরে ভৈরবী মূরতি হয়ে।
হয়ত আসিলা আপনি জননী আপনার কাজ বয়ে।।
সন্ন্যাসিনী বেশে তন্ত্রজিনিয়া গদাধরে নিল বরি।

চৌষট্টি তন্ত্র শিখিল ঠাকুর সবে এক এক করি।।
অতঃপর সেই ভৈরবী যোগিনী প্রচারিল সবাকারে।
অবতাররূপে গদাধর হরি এসেছেন গৃহদ্বারে।।
নাগা সন্ন্যাসী তোতাপুরি এসে বেদান্ত দিল তারে।
অতি অনায়াসে জিণিল ঠাকুর সকল বেদান্ত সারে।।
নির্বিকল্প সমাধি লভিল তিন দিন অনুসরি।
শিশ্যরূপে ধরে নিল তারে সন্ন্যাসী তোতাপুরি।।
শ্রীরামকৃষ্ণ হইল তাহার সন্ন্যাসব্রতে নাম।
একই দেহে বিরাজিত দোহে যে-কৃষ্ণ সেই রাম।।

একক কণ্ঠে গান

তাল ঃ ঝাঁপতাল

রামকৃষ্ণ পরমহংস পরম ঈশ্বর।
চিদানন্দ জ্যোতির্ময় জয় বিশ্বেশ্বর।।

নর দেহে নারায়ন পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন।
বৈভব বিরাগী দেব জয় ত্যাগীশ্বর।।

মা মা বাণী মুখে মগ্ন সমাধি সুখে।
ভক্ত বাঞ্ছা কল্পতরু, জয় যোগীশ্বর।।

মা	ধা	মধা	ণর্সা	র্রর্সা	ণা	ধা	মা	পমা	গা
রা	ম	কৃ০	০ষ্	ণ০	প	রম্	হ	ং০	স
মা	রা	সণ্	া	ধ্	সা	ন্	রসা	া	া
প	র	ম	০	ঈ	শ্ব	০	র	০	০
ধ্	ণ্	সা	গা	গা	মা	গা	মা	া	মা
চি	দা	ন	ন্	দ	জ্যো	তির	ম	০	য়
মা	রা	সণ্	া	ধণ্	রা	া	স্যা	া	া
জ	য়	বি	০	শ্বে০	শ্ব	০	র	০	০

১ম অন্তরা

গা	মা	ণা	া	ধা	র্সা	না	র্সা	া	র্সা
ন	র	দে	০	হে	না	রা	য়	০	ন
র্সা	র্গা	র্গা	া	র্মা	র্রা	র্রা	র্সা	া	র্সা
পূ	র্ণ	ব্র	ম্	হ	স	না	ত	০	ন
র্সা	র্গা	র্গা	া	র্মা	র্রা	র্রা	র্সা	া	র্সা
বৈ	ভ	ব	০	বি	রা	গী	দে	০	ব
ণা	া	ধা	া	মা	গা	মা	রা	া	সা
জ	০	য়	০	ত্যা	গী	০	শ্ব	০	র

২য় অন্তরা, ১ম অন্তরার সুরের অনুরূপ

সূত্রধর (পাঁচালির সুরে)

নিরাকার ব্রহ্ম যিনি জানিল সকল।
অজস্র মতের পথ সবই এক ফল।।
যত মত তত পথ রামকৃষ্ণ কথা।
ইসলাম-খ্রীস্টান-বৌদ্ধ হিন্দু নাহিক অন্যথা।।
সকল ভাবেতে মজি জানিল সে সার।
ঈশ্বর অনন্তরূপ সবে একাকার ।।

সংলাপ

ঠাকুর ঃ কিরে নরেন, এলি ? আয়- আয়- একেবাওে আমার পাশটিতে এসে বোস। এত দেরী করে আসতে হয়। আমি যে তোর পথ চেয়ে আছি। নে-, নে-, একটা গান শোনা।

একক কণ্ঠে গান

(প্রচলিত রামপ্রসাদী গান)

মন চল নিজ নিকেতনে..................

সংলাপ

ঠাকুর ঃ এ সংসারটা কেবল বিষয়ীতে ভরা, কারো সাথে দুটো মন খুলে কথা কইব, তারও জো টি নেই। আয়-, আয়-, এদিকে আয়।

নরেন ঃ আচ্ছা, আপনি যে এত যে মা, মা করেন, আপনি আপনার মাকে দেখেছেন ?

ঠাকুর ঃ দেখেছি কিওে ? আওে, তার সাথে ত' আমার রোজ কথা হয়। এই যেমন তোর সাথে কথা কইছি, তেমনি। তুই দেখতে চাস, তোকেও দেখাতে পারি। তুই যদি আমার কথা মত কাজ করিস।

নরেন ঃ একি, আপনি আমার গায়ের ওপর পা তুলে দিচ্ছেন কেন ?......সারা বিশ্ব ব্রহ্মান্ড ঘুরছে কেন ? আমি যেন সেই মহা প্রলয়ের মধ্যে ডুবে যাচ্ছি।..........ওগো তুমি আমার এ কি করলে......... । আমার মা আছেন, আমার বাবা আছেন- ।

ঠাকুর ঃ বল, তুমি কে ?

নরেন ঃ আমি সপ্ত ঋষির এক ঋষি।

ঠাকুর ঃ কত দিন ধরা-ধামে থাকবে ?

নরেন ঃ যত দিন না তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হয়।

সূত্রধর (পাঁচালির সুরে)

ঠাকুরের দেহ স্পর্শ নরেন পাইয়া।
আপন সত্তার কাছে গেল হারাইয়া।।
দিনে দিনে নরেনের অশান্ত হৃদয়ে।
সকল সংশয় দ্বন্দ এলো থির হয়ে।।
এদিকেতে পিতৃহীন সংসারেওে ঘিরে।
অনিশ্চিত বিষয় বিষ বেড়ে ওঠে ধীরে।।
ডবষন্ন চিন্তায় মগ্ন অনেক দিন পরে।
হঠাৎ আসিল নরেন দক্ষিনেশ্বরে।।

সংলাপ

নরেন ঃ ঠাকুর, তোমার মা-ও কাছে চাইলে তোমার মাতো সবই দেয় ?

ঠাকুর ঃ দেয় বই কি ?

নরেন ঃ তা তোমার মাকে ব'লে আমাদেও সংসারের দুঃখ-কষ্ট দূর করে দাও না ?

ঠাকুর ঃ দেখ, মার কাছে মুখ ফুটে আমি কিছু চাইতে পারিনে। তুই যা না, তুই ডসযে চা–

নরেন ঃ আমি চাইলে তোমার মা আমায় দেবেন ?

ঠাকুর ঃ সে কিরে, কেন দেবে না ? একবার গিয়ে চেয়েই দেখ না। যা যা, মাকে গিযে বল, 'মা, আমার সব দুঃখ-কষ্ট দূও কওে দাও'–, যা– যা।

(মিউজিক//শিহরণ)

নরেন ঃ মা,– একী ! কে বলে এ মা পাষান প্রতিমা ! এযে রাজরাজেশ্বরীরূপে সুসজ্জিতা ! মা, তুমি আমায়– তুমি আমায়– তুমি আমায় জ্ঞান দাও, বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও।

(সিম্পল চেঞ্জ ওভার)

– না ঠাকুর, আমি তোমার মার কাছে কিছু চাইতে পারলাম না।

ঠাকুর ঃ সে কিরে, যা' আবার যা, বোলগে যা–

(সিম্পল চেঞ্জ ওভার)

নরেন ঃ মা, মা, তুমি – তুমি – তুমি আমায় জ্ঞান দাও, বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও।

(সিম্পল চেঞ্জ ওভার)

– নাঃ, আমি পারলাম না ঠাকুর।

ঠাকুর ঃ যা– যা– আবার যা! জোয়ানমদ্দ ছেলে, নিজেকে একটু সামলে সুমলে নিতে পারিসনে! এবার গিয়ে বলগে। বারবার তিনবার। জয় মা! জয় মা!

(সিম্পল চেঞ্জ ওভার)

নরেন ঃ মা, মা, আমায় জ্ঞান দাও, বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও।

(সিম্পল চেঞ্জ ওভার)

– না ঠাকুর, না– পারলাম না, আমি পারলাম না।

ঠাকুর ঃ যা যা, তোর দ্বারা কিচ্ছু হবে না। মার কাছে এই সামান্য জিনিস চাইতে পারলিনে।– এই শোন, মা বলে দিয়েছেন তোদের মোটা ভাত কাপড়ের কোনদিন অভাব হবে নারে– হবে না।

একক কণ্ঠে গান

(প্রচলিত রামপ্রসাদী গান)

শ্যামা মা ওড়াচ্ছে ঘুড়ি....................

<u>সূত্রধর</u> (পাঁচালির সুরে)

বিবেক বৈরাগ্য জ্ঞানে নরেন্দ্র তখন।
আপনাতে আপনি সে হইল মগন।।
বিষয়ী সংসার থেকে ভাব সমাধিতে।
ডুবিতে জাগিল সাধ নরেনের চিতে।।

<u>সংলাপ</u>

নরেন ঃ ঠাকুর, আমাকে এমন কওে দাও যেন দিবা নিশি সমাধিতে ডুবে থাকতে পারি। সংসারের কোন হুঁস যেন আমার না থাকে।

ঠাকুর ঃ ছি নরেন, আমি মনে করেছিলাম তুই বিশাল অশ্বত্থ গাছের মত হবি– আর জগতের লক্ষ-লক্ষ, কোটি-কোটি তাপিত প্রাণ তোর ছায়ায় এসে আশ্রয় পাবে, শান্তি লাভ করবে। তুইও কিনা শেষকালে নিজের আনন্দের জন্য পাগল হলি ?

<u>সূত্রধর</u> (পাঁচালির সুরে)

ঠাকুরের মর্মস্পর্শি এমন কথায়।
মুক্তির স্বাদ নরেনের নিমেষে মিলায়।।
অবরূদ্ধ প্রাণশক্তি উদ্বুদ্ধ করিতে।
বেদান্ত শাশ্বত বানী নিল তুলে চিতে।।
সাধুতা, দাক্ষিণ্য, দয়া সর্বধর্ম সার।
শিবজ্ঞানে জীব পূজা অন্যথা না আর।।
বিবেক বৈরাগ্য জ্ঞান একত্রে মিলিল।
বিবেকানন্দ নাম তার ঠাকুর নিজে দিল।।

<u>আবৃত্তি (বিবেকানন্দ)</u>

বহুরূপে সন্মুখে তোমার ছাড়িকোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।।

<u>সূত্রধর</u> (পাঁচালির সুরে)

বিরেশ্বর বিবেকানন্দ বিশ্বের সভায়।
ধর্মতত্ব বিচারিল মহা অভিপ্রায়।।
হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীস্টানাদি কিংবা মুসলমান।
প্রত্যেক শাস্ত্রের মত আদর্শ সমান।।
এক ধর্ম টিকে রবে অন্যে লোপ পাবে।
এমন প্রত্যয় কভু জীবে না সম্ভবে।।
সচ্চিদানন্দরূপ আনন্দ সত্বায়।
রামকৃষ্ণ পরমহংস অমৃত কথায়।।

সমবেত কণ্ঠে গান

তাল ঃ জলদ দাদরা

রামকৃষ্ণের সুধা নামের বান ডেকেছে ভাই
আয়রে সবে আয়রে ছুটে
নাম তরঙ্গে ভেসে যাই।।

(ওরে) রামকৃষ্ণ মধুর নাম
জপ করোরে মন অবিরাম
সকল আঘাত ফুল হবে তোর
দূর হবে রে সকল বালাই।।

(ঐ) নামের গাঙে তরী বেয়ে
দেশ বিদেশে চলরে ধেয়ে
সকল বিঘ্ন যাবে ঘুচে
এমন নামটি আর তো নাই।।

মা	া	ধা	পা	পা	ধা	মা	মা	পা	মা	গা	া
রা	ম্	কৃ	ষ	ণে	র্	সু	ধা	০	না	মে	র্
সা	া	রা	গা	া	গা	মা	া	া	া	া	া
বা	ন্	ডে	কে	০	ছে	ভা	০	০	০	০	ই
মা	পা	পা	পা	পা	া	পধা	পা	ধা	ণা	ধা	া
আ	য়	রে	স	বে	০	আ	য়	রে	ছু	টে	০
পা	ধা	পা	মা	মা	মা	গা	া	রা	গা	মা	া
না	ম্	ত	র	ং	গে	ভে	০	০	সে	যা	ই

অন্তরা

মা	গা	মা	ধা	ধা	ধা	ধা	পা	না	র্সা	া	না	র্সা	া
ও	রে	রা	ম্	কৃ	ষ	ণ	০	ম	ধু	০	র	না	ম্
ঐ	০	না	মে	র	গা	ঙে	০	ত	রী	০	বে	য়ে	০
		না	া	র্সা	না	র্সা	া	র্সা	র্রা	র্সা	ণা	ধা	া
		জ	প্	ক	রো	রে	০	ম	ন্	অ	বি	রা	ম্
		দে	শ্	বি	দে	শে	০	চ	ল্	রে	ধে	য়ে	০
		ধা	ধা	র্রা	র্সা	র্সা	র্রা	ণা	র্সা	ণা	ধা	পা	া
		স	ক	ল্	আ	ঘা	ত	ফু	ল্	হ	বে	তো	র্
		স	ক	ল্	বি	ঘ্	ন	যা	বে	০	ঘু	চে	০
		পা	ধা	পা	মা	মা	মা	গা	রা	া	গা	মা	া
		দূ	র্	হ	বে	রে	০	স	ক	ল্	বা	লা	ই
		এ	ম	ন	না	ম	টি	আ	র	তো	না	০	ই

<u>সূত্রধর</u> (পাঁচালির সুরে)

কঠিন ব্যধিতে ধরিল ঠাকুরে দেহ হয়ে এল ক্ষীন।
জীবন নাট্যের হবে অবসান ঘনাল চরম দিন।।
রোগশয্যায় শায়িত ঠাকুর আপন হস্তে তার।
গেরুয়া পরায়ে দিলেন শিষ্যে সন্ন্যাসের আধিকার।।
আবেগ জড়িত আশিস অমৃত দিলেন জগত জনে।
'চৈতন্য হোক' অমৃত কথন মধুর উচ্চারণে।।
সচ্চিদানন্দে অর্পিত মন দেহ খাঁচা ছেড়ে চলে।
দেহাত্ব বোধের ঊর্দ্ধে ঠাকুর আত্মপ্রকাশে বলে ঃ

<u>সংলাপ</u>

ঠাকুর ঃ ওরে, যে- রাম যে কৃষ্ণ হয়েছিল সে-ই ইদানিং এই খোলটার ভেতর– তবে এবার গুপ্তভাবে আসা, যেমন রাজার ছদ্মবেশে নিজ রাজ্য পরিদর্শন। যেমনি জানা-জানি কানা-কানি হয়, অমনি সে সেখান থেকে সরে পরে– সেই রকম।

<u>সূত্রধর</u> (পাঁচালির সুরে)

তারপরে এক গভীর রাত্রে শ্রাবনের ধারাজলে।
পরম পুরুষ নিদ্রিত হলেন জগতমাতার কোলে।।
মানবের দেহ তেয়াগী ঠাকুর দিব্যদেহের মাঝে।
চিরসাথি হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ অন্তরে বিরাজে।।

<u>সমবেত কণ্ঠে গান</u>

<u>তাল ঃ দাদরা (ঢিমা লয়ে)</u>

জয়তু জয়তু রামকৃষ্ণ জয় ভবভয়হারী হে
জয়তু জয়তু পরব্রহ্ম জয় নররূপধারী হে।।

কাম কাঞ্চন আঁধারে ধরণী
ঘিরেছে গো যবে, ডুবেছে তরণী
উদিলে সূর্য অমিত বীর্য নবযুগ কাণ্ডারী হে।।

মহামিলনের রাখি বেঁধে দিলে
পাপিরে তাপিরে কোলে টেনে নিলে
অলকা নন্দা বহালে ভবনে নাম মধু সঞ্চারী হে।।

গা	গা	গা	গা	গা	গা	মা	রা	সা	গা	া	গা
জ	য়	তু	জ	য়	তু	রা	০	ম	কৃ	ষ্	ণ
গা	পা	পা	পা	পা	পা	পা	া	ধা	পা	া	া
জ	য়	ভ	ব	ভ	য়	হা	০	রী	হে	০	০
র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	র্রা	না	পা	র্সা	র্সা	র্সা
জ	য়	তু	জ	য়	তু	প	র	ম	ব্র	ম্	হ
র্সা	র্গা	র্গা	র্গা	র্গা	র্গা	র্গা	া	র্মা	র্গা	া	া
জ	য়	ন	ব	রূ	প	ধা	০	রী	হে	০	০

১ম অন্তরা **ঢিমার দু'গুণে–**

পা	না	র্রা	া	র্রা	র্রা	না	র্রা	র্গা	র্গা	র্গা	র্গা
কা	ম	কা	ন্	চ	ন	আঁ	ধা	রে	ধ	র	ণী
র্রা	র্সা	ধা	মা	গা	মা	ধা	ধা	ধা	ধা	ধা	ধা
ঘি	রে	ছে	গো	য	গে	ডু	বে	ছে	ত	র	ণী
পা	ধা	পা	ণা	ণা	ণা	পা	ধা	পা	র্সা	া	র্সা
উ	দি	লে	সূ	র্	য	অ	মি	ত	বী	র্	য
পা	ধা	না	না	না	না	না	ধা	না	র্সা	া	া
ন	ব	যু	গ	কা	ন্	ডা	০	রি	হে	০	০

২য় অন্তরা, ১ম অন্তরার সুরের অনুরূপ

ওঁ স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্ম স্বরূপিনে
অবতার বরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ।।

---সমাপ্ত---